যুগান্তর

তারিখ ... 03 FEB 2007 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি : প্রজ্ঞাপন অনুসরণে স্বেচ্ছাচারিতা

মুসতাক আহমদ

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পরিবর্তনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন লংঘিত হয়েছে সারাদেশে। প্রজ্ঞাপন অনুসরণে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, যারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং কোন দলীয় পদে রয়েছেন তাদের বাদ দিতে হবে। প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ঢালাওভাবে সভাপতি পরিবর্তন করে ডিসি কিংবা এডিসি সভাপতি হয়েছেন। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বহু বিতর্কিত সক্রিয় রাজনীতিবিদ সভাপতি পদে বহাল রয়েছেন। এখন ঢাকার ষাটটিরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি একজন এডিসি। এর ফলে ঢাকার স্কুল-কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রজ্ঞাপন সম্পূর্ণ লংঘন করে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের সভাপতির পদ থেকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

উত্তরার সর্ববৃহৎ এবং উচ্চমানের স্কুল উত্তরা হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি গোলাম সারওয়ারও প্রজ্ঞাপনের অপপ্রয়োগের শিকার হয়েছেন। তাকেও সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই স্কুলের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে দেড় দশক ধরে তিনি সভাপতি। জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ, বিএনপি— সব আমলেই তাকে এ পদে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এমনকি বিগত বিএনপি সভাপতি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সভাপতি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের আমলে ঢালাওভাবে সভাপতি বদল করা হলেও যুগান্তর সম্পাদকই এই স্কুলের সভাপতি রয়েছেন। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যও নন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তও নন। উত্তরার নওয়াব হাবিবুল্লাহ হাই স্কুলের সভাপতি ছিলেন একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা। তাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সারাদেশে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের আবার সভাপতি পদে বহাল করবে।

মাওয়ার শ্রীপুরের টিকেরভিলা হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মজিবুর রহমান বিশ্বাসকে সম্প্রতি সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনিই ছিলেন ওই স্কুলের সভাপতি। বিগত ৪০ বছর যাবৎ স্কুলের সুখ-দুঃখের সব স্মৃতির সঙ্গে যে ব্যক্তির রয়েছে গভীর সখ্য, তাকে হারিয়ে স্কুলের সব শিক্ষকের মন খুবই খারাপ। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার পরিচালনা পরিষদের সভাপতির পদ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে অপসারণের সরকারি প্রজ্ঞাপনের অপব্যাখ্যা করে সম্প্রতি মজিবুর রহমানকে সরিয়ে সভাপতির পদে আসীন হয়েছেন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবদুস সবুর। এ নিয়ে মজিবুর রহমানের কোন আপত্তি নেই। তবে শিক্ষকরা টিএনওকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছেন। বলেছেন, 'উনি তো রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততাও নেই। তাকে সভাপতির পদে রাখতে হবে।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ শওকত ওসমান বলেন, কে শোনে কার কথা। প্রজ্ঞাপনের অপব্যাখ্যা দিয়ে স্কুলবন্ধু সভাপতিকে সরিয়ে দেয়া হল।

চাঁদপুরের ঘোলঘর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি দেওয়ান সফিকুর রহমান থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি। চাঁদপুরের ফরাক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষানুরাগী সদস্য হাফিজুর রহমান ঢালী। তিনি থানা বিএনপির একজন নেতা। এরাসহ চাঁদপুরের আরও অনেক বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার সভাপতি ও পরিচালনা পরিষদে এখনও বহাল তবিয়তে আছেন বিএনপি ও জামায়াতের নেতারা। চাঁদপুর সদরের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান আরও বলেন, বিগত সরকারের আমলে এরা একদিকে দলীয় লোক নিয়োগ দিয়েছেন, অপরদিকে অর্থের বিনিময়ে মেধা-যোগ্যতার বাছ-বিচার না করে শিক্ষকসহ সব ধরনের নিয়োগ দিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর একটি প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক বলেন, তাদের মধ্যে যারা মফস্বলে শিক্ষকতা করেন ও প্রতিষ্ঠান চালান, তাদের অনেক' সমস্যা। চাকরি যাওয়ার ভয় ছাড়াও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকা তো রয়েছেই, রয়েছে নিরাপত্তাহীনতা। তিনি বলেন, 'সরকারি প্রজ্ঞাপনের কথা শুনেছেন। কিন্তু সরানোর উপায় নেই। চাপ আছে।'

হবিগঞ্জের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জিয়া কলেজের সভাপতি করা হয়েছে বহুল বিতর্কিত রাষ্ট্রপতির সাবেক প্রেস সচিব ও তথ্য উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরীকে। সূত্রে জানা যায়, প্রথমে একজন এডিসিকে সভাপতি করা হয়েছিল। পরে ডিসি নতুন আদেশ জারি করে মোখলেসুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতি করেন।

ঢাকার ডেমরায় হাজী রহমতউল্লাহ ফোরকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাবেক সাংসদ সালাহউদ্দিন আহমেদ। স্কুলের ভাইস চেয়ারম্যান বিএনপির সারুলিয়া ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হযরত আলী। এভাবে ডেমরা এলাকার সব স্কুলেই বর্তমানে বিএনপি-জামায়াতের নেতারা আছেন বহাল তবিয়তে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার পরিচালনা পরিষদ থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে অপসারণের আদেশ জারি করে গত ১৩ নভেম্বর। জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটিতে সভাপতি, সদস্য বা প্রতিনিধি পদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনীত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মনোনয়ন বাতিল করা হল। পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তাতে সরকারি কর্মকর্তা এবং নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন দিতে হবে। আদেশ বাস্তবায়ন করে গত বছরের ২০ নভেম্বরের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য বলা হয়। জানা যায়, এ আদেশ সারাদেশে পৌঁছার পর একে একে সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোথাও ডিসি, কোথাও ডিসির প্রতিনিধিরা সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। আর এটা করতে গিয়ে প্রজ্ঞাপনের অপব্যাখ্যা দিয়ে ঢালাওভাবে নিরপেক্ষ ও সুশীল সমাজের লোকদের পর্যন্ত সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, এই পরিবর্তন যতটা না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির প্রভাব বলয়মুক্ত করার লক্ষ্যে হয়েছে, তার চেয়ে বেশি হয়েছে বাড়তি আয়ের 'সহজ রাস্তা' হিসেবে ব্যবহারের জন্য। এ মন্তব্য শিক্ষক ও শিক্ষক নেতাদের। জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক যুগান্তরকে বলেন, প্রজ্ঞাপনের অপব্যাখ্যা দিয়ে ঢালাওভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রকৃত শিক্ষানুরাগী এবং বিশেষ করে যাদের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে— এমন ব্যক্তিদের সরানো হয়েছে, একই সঙ্গে দ্বিমুখী আচরণ করে কোথাও কোথাও আবার সুশীল সমাজের লোক হিসেবে চিহ্নিত করে বিএনপি-জামায়াতের লোকদের রাখা হয়েছে সভাপতি, শিক্ষানুরাগী সদস্যসহ অন্যান্য পদে। এখনও তারা আছেন বহাল তবিয়তে। অথচ উত্তরা হাইস্কুলসহ সারাদেশের হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষ-নির্দলীয় ও সুশীল সমাজের অনেককে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন পুরোপুরি আমলাদের দুর্নীতির করাল গ্রাসে। তিনি বলেন, প্রজ্ঞাপনে যেখানে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিবর্গকে রাখার নির্দেশনা রয়েছে, সেখানে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও আদেশ মানুষিভাবে পালনের জন্য সভাপতির পদে বিএনপির লোকও বসানো হয়েছে।

কোথাও কোথাও আবার সরকারি কর্মকর্তাদের বিদ্যমান পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের যোগসাজশে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মাহমুদুল হককে অপসারণের দাবিতে শিক্ষকরা আন্দোলন পর্যন্ত করছেন। তারা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পদত্যাগের দাবিতে প্রতিদিন কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সমাবেশ করছেন। আন্দোলনের কারণে গত একমাস ধরে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন লেখাপড়া হচ্ছে না। ফলে প্রায় ১ হাজার কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় স্কুলের সভাপতি এডিসি মোহাম্মদ ইউসুফের হস্তক্ষেপ কামনা করে শিক্ষকরা ব্যর্থ হন।

বর্তমানে রাজধানীর বহু স্কুলের সভাপতি এক সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয় শিক্ষা শাখা থেকে জারি করা সার্কুলারে ১৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পুনর্গঠন করা হয়েছিল। এতে সাবেক সাংসদদের সভাপতির পদ বাতিল করা হয়। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মাহফুজুর রহমানকে নগরীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ঢাকার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হানিফকে দেয়া হয়েছে ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মোহাম্মদ ইউসুফকে সর্বাধিক ৬৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে (এখন ৬৪টি)। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ লোকমান হোসেনকে দেয়া হয়েছে ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব। অপর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তৌহিদা বুলবুলকে ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গোলাম ইয়াহিয়াকে দেয়া হয়েছে ২৭টি প্রতিষ্ঠান। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) মোঃ মাকসুদুর রহমানকে দেয়া হয়েছে ২৫টি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। শিক্ষা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) শাহীনা খাতুনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। জেলা প্রশাসনের জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার দেলোয়ারা বেগম (জেসিও) এবং উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার (প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট) কামরুন নাহার সিদ্দিকাকে ৩টি করে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) খান মোঃ রেজাউন নবীকে খিলগাঁও অধ্যাপক আলী আহমেদ উচ্চ বিদ্যালয় এবং রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি) সুরাইয়া পারভীন শেলীকে ডেমরার মিমোহিনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহসহ বিভিন্ন এলাকার বিদ্যালয় ও কলেজের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, প্রজ্ঞাপনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সভাপতি ও চেয়ারম্যানের পদে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হলেও আবার তা লংঘনও করা হচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক এটিএম মোয়াজ্জেম হোসেন ফিরোজ বলেন, প্রজ্ঞাপন লংঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সুনির্দিষ্ট অপরাধের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।